যুগান্তর

তারিখ 27 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

হুমায়ুন কবির, *জবি*

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস রয়েছে মাত্র ১৬টি। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তীব্র পরিবহন সংকটের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। অন্যদিকে বাইরের বাসে চড়তে গিয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। তাছাড়া কথিত বাস কমিটির সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকটা বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল পড়ে থাকা পরিবহনগুলো সংস্কারে তেমন তৎপরতা নেই প্রশাসনের। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পরিবহন সংকট বেড়েই চলেছে। সংশ্লিষ্টরা অবিলম্বে পরিবহন বৃদ্ধি ও সংস্কারের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১২টি দোতলা বাস এবং ৪টি একতলা বাস ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের ১৪টি রুটে চলাচল করছে। তার মধ্যে ৪টি একতলা বাস নিজস্ব এবং বাকি ১২টি বাস ভাড়ায় চালিত। প্রতিটি দ্বিতল বাসের ধারণক্ষমতা ১০০ জন। ১৬টি বাসের ধারণক্ষমতা ৩ হাজার। আর বাকি শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই।

পরিবহন সংকটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রার অফিসের তথ্যানুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার। এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য পরিবহন ব্যবস্থায় আছে ভাড়ায়চালিত ১২টি বিআরটিসি বাস। এ অবস্থায় পর্যাপ্ত বাস না থাকায় এবং ট্রিপের সংখ্যা মাত্র ১ বার হওয়ায় তাদের ভোগান্তির মাত্রা অনেক বেশি। দেখা গেছে, বাসের ধারণক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী যাতায়াত করায় প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের প্রাণ দিতে হয়। এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে যাতায়াত করার সময় দু'জন শিক্ষার্থীকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এদিকে প্রতিদিন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়ত করতে হয়। বাসগুলোর একবার ট্রিপ থাকায় সব শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাম্পাস থেকে বাসায় ফিরতে হয়। যার ফলে সব শিক্ষার্থী এক সময় চাপের মুখে পড়তে হয়। তাই বাসের ঝুঁকিটা একটু বেশি থাকে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব পরিবহন বিকল পড়ে আছে সেগুলো মেরামতের জন্যও তেমন তৎপরতা নেই প্রশাসনের। চলতি জবি থেকে ছেড়ে যাওয়া 'নোঙ্গর' বাসটি নরসিংদী যাওয়া আগে এক পথচারীকে ধাক্কা দিলে সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করে। পরে বাসটি বেশকিছু দিন সংস্কারের অভাবে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি পরিবহন এখনো সংস্কারের অপেক্ষায় ক্যাম্পাসে পড়ে আছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে এখন সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অথচ প্রতি সেমিস্টারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে নেয়া হয়। যার মোট অংক অর্ধকোটি টাকার উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপরও পরিবহন সংকট যেন দূর হচ্ছে না। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করলে তাদের আশ্বাসের বাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে প্রশাসন। এর আগেও সাভারের 'বংশী' বাসে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনকে নতুন বাস ক্রয়, ডাবল ট্রিপ চালু ও ছাত্র মৃত্যুর মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে তার দাবি জানান। কিন্তু শিক্ষার্থীদের এসব দাবির প্রতি প্রশাসনের কোনো সাড়া মিলছে না বলে দাবি করেছেন যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে পরিবহন প্রশাসক প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস সংখ্যা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অপ্রতুল। তবে এই সংকট নিরসনের জন্য নতুন বাস সংযোগ করার চেষ্টা করছি। যদি প্রয়োজনের তুলনায় কয়েকটি বাস অতিরিক্ত থাকত তাহলে একটি নষ্ট হলে আরেকটি চালু করা যেত। সেখানে প্রয়োজন মতো কোনো বাসও নেই। যেহেতু বাসের সংখ্যা অনেক কম তাই ডাবল ট্রিপ চালু করার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানান তিনি।

প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে